জরা আসি ধরে চক্ষু জ্যোতিহীন
দিন দিন দেহ হইতেছে ক্ষীণ
মরণ আসিছে ঢাকি।
এ জীবনে আর হলনা সাধনা
কাল চলে গেল মিছা এ ভাবনা,
মরণ-আঁধার আসিছে ঘনায়ে
রসনা দিবে গো ফাঁকি।
কখন্ তোমারে ডাকি ?

শ্রীপ্রমথেশচন্দ্র রায়,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'বি' শাখা।

কুটীর।

নিশি যবে ভোর হয় পাখী গাছে ডাকে
কুটীরে বসিয়া আমি শুনি গো পুলকে,
রবি যবে উঠে ধীরে সুনীল গগনে
আমার কুটীর হাসে তাহার কিরণে,
ফুল যবে ফুটে ধীরে কুটীরের ধারে
তাহার সুগন্ধটুকু দিয়া যায় মোরে,
নদী যবে বহে যায় কুটীরের পাশে
তাহার সে কল-গীতি শুনি গো হরষে,
চাঁদের কিরণ-ধারা আমার কুটীরে
ঝরে গো সারাটী রাতি অবিরল ধারে ;
নিবিড় শান্তির রাজ্য ক্ষুদ্র এ কুটীর
প্রবেশিতে তা'র মাঝে হই গো অধীর,
তাই ত কুটীরে আসি লভিয়াছি বাসা
এই যে আমার রাজ্য—স্নেহ ভালবাসা।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।